দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ : 07 NOV 2015
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

সমকালীন

এমপিওভুক্তির জন্য অনশনরত শিক্ষকদের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

মান্থলি পেয়েবল অর্ডার (এমপিও) হলো বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য একটি সোনার হরিণ। এ সোনার হরিণ ধরার জন্য তাদেরকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর, এমনকি এখন দেখা যাচ্ছে যুগের পর যুগও অপেক্ষা করার উপক্রম হয়েছে। বিগত বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পনের বছর যাবৎ এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। মাঝখানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদের প্রথম দিকে কিছু প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি দেয়া হয়েছিল। সেখানেও বাজেটের সাথে সঙ্গতি রেখে খুবই সীমিত সংখ্যক এমপিও প্রদান করা হয়েছিল। সেই সরকারের একই মেয়াদের শেষের দিকে অর্থাৎ ২০১৩-১৪ সালে আবারো সীমিত আকারে আরো কিছু এমপিও প্রদান করা হয়েছিল, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। অথচ এটি আগে সাংবাৎসরিক একটি রুটিন কাজ ছিল বলে জানা যায়। অর্থাৎ প্রতিবছরই বাজেটে এখাতে নতুন এমপিওভুক্তির জন্য কিছু না কিছু বরাদ্দ রাখা হতো। কিন্তু আগেই বলেছি যে, চারদলীয় জোট সরকারের আমল থেকে এটি বন্ধ রয়েছে যার ধারাবাহিকতা বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলেও কিছুটা বিদ্যমান।

দেশে বর্তমানে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের প্রায় সাড়ে আট হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী দীর্ঘদিন যাবৎ এমপিওভুক্তির প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন। এসব শিক্ষকের বেশিরভাগই সেই ২০০১-০২ সাল থেকে এমপিও ছাড়াই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সেই হিসাবে তাদের নন-এমপিও থাকার বিষয়টি যুগ পার করেছে বটে। অথচ বর্তমানে দেশে শিক্ষার বিপ্লবে তাদের অবদান কোনো অংশে [illegible] দেখার সুযোগ নেই। সেই হিসাবে আমরা বলতে [illegible], বর্তমান সরকার অতীতের যে কোনো সরকারের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষাবান্ধব। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। নারী শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারসহ শিক্ষাক্ষেত্রের প্রত্যেকটি সূচকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। এসব উন্নয়নের ভাগীদার/দাবিদার হিসাবে যেমন সরকারের নীতি-নির্ধারকগণ এবং সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ রয়েছেন, সেইসাথে সেখানে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। আর এমপিও বিহীন শিক্ষকগণ আমাদের সমাজেরই অংশ, তাদেরও সামাজিক জীবের মতো বাঁচার অধিকার রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে এখন তাদেরও বয়স হয়েছে, সন্তান-সন্ততি আছে, সংসার খরচ চালাতে হয়। সেকারণেই দীর্ঘদিন ধরে এমপিও হচ্ছে, দেই-দিচ্ছি করে এতদিন পার হয়ে যাওয়ার পরে, এখন তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে বলেই আজ তারা আমরণ অনশনের মতো প্রাণঘাতী আন্দোলনে নেমেছেন বলে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য থেকে জানা গেছে।

তাদের দাবি হলো—এবারের বাজেটে তাদের এমপিওভুক্তির জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখার কথা ছিল, কিন্তু রাখা হয়নি। উপরন্তু নতুন নতুন আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিয়ে এ নন-এমপিওর তালিকা আরো দীর্ঘ করা হচ্ছে। ঘোষণা এসেছে প্রতি উপজেলায় একটি করে স্কুল ও একটি করে কলেজকে জাতীয়করণ করা হবে। অপরদিকে এবারের বাজেটে ৮ম জাতীয় পে-স্কেল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একই সময়ে সরকারি চাকরিজীবী ও বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিন্তু নন-এমপিওদের ভাষ্যমতে এটি হলো 'তেলা মাথায় তেল দেয়া'র সামিল। 'যে পায় তাকে আরো দাও' এটি এই নীতিতে পড়ে গেল। অথচ এবারে সবচেয়ে ভালো এবং প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করেও শুধু সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল বহাল না রাখা এবং এ সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কারণে বেতনের অধ্যাদেশ জারিতে দেরী হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলে খুশি হওয়ার পরিবর্তে বরং তাদের মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে বলে মনে হয়। অবশ্য সর্বশেষ খবর অনুযায়ী অর্থমন্ত্রী সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল বহাল রাখার ব্যাপারে দেখিয়েছেন ইতিবাচক মনোভাব।

যাহোক, সারাদেশের এক লক্ষ বিশ হাজার নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীর পক্ষে যে তিনশ জন শিক্ষক-কর্মচারী ঢাকার রাজপথে বর্তমানে আমরণ অনশনে নেমেছেন, তাদের সেই মানবিক আবেদন ইতিমধ্যে অনেক সচেতন মহলকে নাড়া দিচ্ছে। সেখানে অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন সংহতি প্রকাশ করছেন। বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারকে তাদের সেই মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

● লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
e-mail: hkabirfmo@yahoo.com